

# দানযিলেলে পুস্তক - সংখ্যা একশ ঊনসত্তর

ভবষিষদ্বাণীর সূত্রসমূহ উন্মোচন: দানযিলে গ্রন্থে "দুর্গ" প্রতীকরে প্রতীকী তাৎপর্য অনুধাবন

Jeff Pippenger  
2024-03-31

দানযিলেলে একাদশ অধ্যায়ে দশম পদ "দুর্গ" শব্দটির মাধ্যমে অন্তর্নহিতি ও বহরিঙগ বার্তাকে একত্র করে। যশাইয়রে পঁয়ষট্টি বছরে ভবষিষদ্বাণীর সঙ্গে এটি যে সংযোগ স্থাপন করে, তা বহরিঙগ ভবষিষদ্বাণীর "দুর্গ"-কে রাশিয়া বলে শনাক্ত করে, এবং একই ইতিহাসে খ্রীষ্ট য়ে মন্দির উত্থাপন করেন, সেই অন্তর্নহিতি "দুর্গ"-কেও নর্দিশে করে। বহরিঙগ দুর্গ, যা একত্রশিতম পদরে মধ্যরে রয়েছে এবং "শক্তির পবতিরস্থান" বলে চহ্নিতি, একটি পার্থবি রাজা বা রাজ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। অন্তর্নহিতি দুর্গ, অথবা অন্তর্নহিতি শক্তির পবতিরস্থান, সেই মন্দির যা চুক্তির দূত ছেলেল্লিশ বছরে উত্থাপন করেন।

ঐ মন্দির (দুর্গ)-এর অতপিবতির স্থানে, ঈশ্বর স্বর্গীয় স্থানসমূহে আসীন আছেন।

দানযিলে গ্রন্থে দুটি হিব্রু শব্দই "পবতিরস্থান" হিসেবে অনূদতি হয়েছে। একটি হিলো "miqdash," এবং অন্যটি হিলো "qodesh।" "Miqdash" একটি পৌত্তলকি পবতিরস্থান, অথবা ঈশ্বরের পবতিরস্থান, এমনকি একটি দুর্গকেও নর্দিশে করতে পারে। "Qodesh" কেবলমাত্র বাইবেলে ঈশ্বরের পবতিরস্থান নর্দিশে করতেই ব্যবহৃত হয়েছে। দানযিলে অধ্যায় এগারোর একত্রশিতম পদে "শক্তির পবতিরস্থান" (দুর্গ) হিসেবে যে "sanctuary" (miqdash) অনূদতি হয়েছে, তা "শক্তির পবতিরস্থান" হিসেবে অনূদতি; এবং সেখানে "পবতিরস্থান" হিসেবে অনূদতি হিব্রু শব্দটি হিলো "miqdash," যা রোম নগরীকে নর্দিশে করে, যা পৌত্তলকি ও পাপাল—উভয় রোমরে ইতিহাসে রোমীয় শক্তির প্রতীক। দানযিলে এই দুটি হিব্রু শব্দ অত্বনত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করছেন। যে পদসমূহ অ্যাডভেন্টবাদরে কন্দ্ৰীয় স্তম্ভ, সেখানে আমরা "পবতিরস্থান" শব্দটি পাই।

তখন আমি এক সাধুকে কথা বলতে শুনলাম; আর যে সাধু কথা বলছিলেন, অন্য এক সাধু সেই নর্দিশিট সাধুকে বললেন, "নতিয় বলদান সম্বন্ধে, এবং ধ্বংসসাধক অপরাধ সম্বন্ধে—যার ফলে পবতিরস্থান ও বাহনী উভয়ই পদদলতি হয়—এই দর্শন আর কতকাল স্থায়ী হবে?" তিনি আমাকে বললেন, "দুই হাজার তনিশত দনি পর্যন্ত; তারপর পবতিরস্থান শুচকিত হবে।" দানযিলে ৪:১৩, ১৪।

উভয় পদে "the sanctuary" হিসেবে যে হিব্রু শব্দটি অনূদতি হয়েছে তা হিলো "qodesh", এবং এটি কেবল ঈশ্বরের পবতিরস্থান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। একাদশ পদে, যেখানে পৌত্তলকি রোমকে—বশিষে করে রোম শহরে প্যানথিয়ন মন্দিরকে—সনাক্ত করা হয়েছে, সেখানে আমরা "sanctuary" শব্দটি পাই; তবে সেই পদে এটি হিব্রু শব্দ "miqdash"।

হ্যাঁ, সে নজিকে এমনকি সিনোবাহনীর অধিপতির পর্যায পর্যন্ত মহমিন্বতি করল; এবং তার দ্বারা প্রতদিনরে বলি উঠিয়ে নেওয়া হিলো, এবং তাঁর পবতিরস্থানের স্থান ভূমিসিৎ করা হিলো। দানযিলে ৮:১১।

দানয়িলে একাদশ অধ্যায়ের একত্রিশতম পদে "শক্তির পবিত্রস্থান" বলতে হিব্রু শব্দ "miqdash" বোঝানো হয়েছে, এবং এটি একাদশ অধ্যায়ের সাত ও দশ নম্বর পদে "দুর্গ" হিসেবে অনুদতি হিব্রু শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে দেখা যায়। সাত নম্বর পদে দক্ষিণের রাজা সরাসরি রোম নগরে গিয়ে উত্তরের রাজাকে বন্দী করেছিলেন, কারণ তিনিতার দুর্গে প্রবেশ করেছিলেন; কিন্তু দশ নম্বর পদে উত্তরের রাজা কেবলমাত্র "দুর্গ" পর্যন্তই গিয়েছিলেন, কারণ তিনিতার রাজ্য ও মশিরের সীমানায় থমে গিয়েছিলেন। পরবর্তী পদটি রাফায়ার সীমানাকেই নির্দেশ করে। একত্রিশতম পদে "শক্তির পবিত্রস্থান" হলো সেই "দুর্গ"-এর "miqdash"।

রাফায়ায় সীমান্তের যুদ্ধটি ইউক্রেনের সীমান্তের যুদ্ধকে প্রতীকায়িত্ব করে। ঐ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসটি বোঝা যায় এই উপলব্ধির মাধ্যমে যে "মাথা" হল রাজ্য বা রাজা; এটিই তার শক্তির দুর্গ; কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীটি একটি অভ্যন্তরীণ এবং একটি বাহ্যিক সত্যকে সম্বোধন করছে। বাহ্যিক রাখার জন্য "শক্তির পবিত্রস্থান" "miqdash" পবিত্রস্থান দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, এবং অভ্যন্তরীণ রাখার জন্য শক্তির পবিত্রস্থান "qodesh" পবিত্রস্থান দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

1844 থেকে 1863 একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসরচনা নির্দেশ করে, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সলিমোহর করার বিষয়টি চিত্রিত করে। উত্তর রাজ্যের বিরুদ্ধে দুই হাজার পাঁচশ বশি বছরের বচিছুরণ 1798 সালে সমাপ্ত হয়েছিল, এবং দক্ষিণ রাজ্যের বিরুদ্ধে একই দুই হাজার পাঁচশ বশি বছরের রচা 1844 সালে শেষ হয়। এই দুই রচা মানবজাতির নম্নতর প্রকৃতি এবং উচ্চতর প্রকৃতিকে উপস্থাপন করে। উত্তর রাজ্য দ্বারা প্রতীকায়িত্ব নম্নতর প্রকৃতি হলো দেহ, এবং উচ্চতর প্রকৃতি হলো মাথা। মাথা হলো রাজ্যের রাজধানী, এবং সটোই রাজা। এই চিত্রণের জন্য খ্রিষ্ট তাঁর নাম স্থাপনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ রাজ্য, অর্থাৎ যহুদা, কে বেছে নিয়েছিলেন, এবং রাজধানী নগরী হলো যরিশালমে। যরিশালমেই সত্যকারের শক্তির পবিত্রস্থান অবস্থিত, এবং সেই পবিত্রস্থানে মাথা যনি রাজা, তাঁর জন্য একটি সংহাসন কক্ষ রয়েছে।

লবীয় পুস্তক ছাব্বিশের "সাত কাল" ছিল ১৮৫৬ সালে সেই চূড়ান্ত সীলমোহরকারী সত্য, যা কার্য সমাপ্ত করার জন্য এক পতাকাকে শক্তদিন করার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ছিল। ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত, খ্রিষ্ট অনন্তকালের জন্য তাঁর ঈশ্বরত্বকে মানবতার সঙ্গে একত্রিত করার অভ্যর্থনা করেছিলেন, কিন্তু মানবতা বদ্বিহীন করল।

সেই সময়ে তিনি মানুষের নম্নতর স্বভাবকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম ছিলেন না, কারণ তা তাঁর দ্বিতীয় আগমনে সংঘটিত হয়। তখন তিনি মানুষের উচ্চতর স্বভাবকে তাঁর প্রতীকায়িত্ব রূপান্তর করবেন, মানবজাতির মস্তককে দেবত্বের মস্তককে সঙ্গে একত্রিত করে। মস্তক ছিল রাজ্যের রাজধানী। মস্তক ছিল রাজা, এবং যখন খ্রিষ্ট দেবত্বের মানবতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সেই রূপান্তর সম্পাদন করেন, তখন তিনি যরিশালমের পবিত্রধামের অর্থাৎ পবিত্র স্থানে, যেখানে খ্রিষ্ট তাঁর পিতার সঙ্গে উপবিষ্ট আছেন, সেখানে মানবতা ও দেবত্ব—উভয়ের মস্তককে একত্রিত করেন।

যে জয়ী হয়, তাকে আমি আমার সঙ্গে আমার সংহাসনে বসার অধিকার দেবে; যেমন আমিও জয়ী হয়ে আমার পিতার সঙ্গে তাঁর সংহাসনে বসেছি। যার কান আছে, সে যেন শুনবে, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন। প্রকাশিত বাক্য ৩:২১, ২২।

খ্রিস্ট প্রতশ্ৰুতি দিনে যে সেই সকল (লাওদকিযিবাসী), যারা তাঁর মতোই জয়লাভ করে (এবং ফলিডলেফযিবাসী হয়), তাদের তাঁর সঙ্গে স্বৰ্গীয় স্থানসমূহে আসীন করা হবে।

যা তিনি খ্রীষ্টের মধ্যে কার্যকর করছিলেন, যখন তিনি তাঁকে মৃতদের মধ্যে থেকে উঠিয়েছিলেন এবং স্বৰ্গীয় স্থানে নিজের ডান দিকে বসিয়েছিলেন, ... আর তিনি আমাদেরও একসঙ্গে উঠিয়েছেন এবং খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে স্বৰ্গীয় স্থানে একসঙ্গে বসিয়েছেন।  
এফসৌয় ১:২০, ২:৬।

ঈশ্বরত্বের সঙ্গে মানবতার—ইয়কেয়িলের দুই লাঠরি—সংযুক্তি ঈশ্বরের শক্তির পবিত্রধামে (qodesh) সম্পন্ন হয়, ঠিক সেই সময়ে যখন শক্তির দুর্গকে (miqdash) সেই ভাববাণীমূলক চাবিকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা ভাববাণীর অন্তর্গত ও বহরিগত উভয় রথকেই সংযুক্ত করে—সেই ভাববাণী, যা গাবরিয়িলে দানয়িলকে বুঝিয়ে দিতে এসেছিলেন, এই বিষয়ে যে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময়ে ঈশ্বরের জনগণের উপর কী ঘটবে। খ্রিস্ট মলিরাইট ইতিহাসে এই কাজ সম্পন্ন করতে ইচ্ছা করছিলেন, কিন্তু ১৮৬৩ সালের বদিরোহরে দ্বারা সেই কাজ ব্যর্থ করা হয়; তথাপি ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ সালের ইতিহাস এখনও এমন এক রথো হিসেবে রয়েছে, যা সেই প্রচেষ্টাকৃত কাজকে চিত্রিত করে।

দানয়িলে গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের দশম পদটি একাদশ থেকে পনেরো পদ পর্যন্তের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বার্তা বোঝার চাবিকাঠি ধারণ করে, যা ২০১৪ সালে আমাদের ভাববাণীমূলক ইতিহাসে এসে পৌঁছেছিল। দশম পদটি ১৯৮৯ সালকে চিহ্নিত করে, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সংস্কার আন্দোলনের শেষে সময়; তবে এতে এমন চাবিকাঠিও আছে, যা ২০১৪ সালকে সীলকরণের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত দিতে সক্ষম করে।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর, চুক্তির দূত আকস্মিকভাবে সেই মন্দিরে আগমন করছিলেন, যা তিনি নিজেই স্থাপন করছিলেন। সেই পথচিহ্ন ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের প্রত্নি, যখন তৃতীয় দূত পুনরায় আগমন করলেন, এবং সপ্তম তুরী পুনরায় ধ্বনিত হতে শুরু করল। তখন ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের ইতিহাসও পুনরাবৃত্ত হওয়ার ছলি, কারণ ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট যে দূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি যীশু খ্রীষ্ট ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না, এবং তাঁর কাজ ছিল তাঁর মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করা।

১৮৪০ থেকে ১৮৪৪-ও ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ থেকে অর্থাশীঘ্র আগত রববার-আইন পর্যন্ত সময়কে প্রত্নিধিত্ব করে; যখন ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩-ও ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ থেকে অর্থাশীঘ্র আগত রববার-আইন পর্যন্ত সময়কে প্রত্নিধিত্ব করে। সিস্টার হোয়াইট ১৮৪৪ সালের ইতিহাসকে ক্রুশের ইতিহাসের সঙ্গে সমর্থন করে, এবং ক্রুশ তিনি-ও-অর্ধ বছরের দুটি ইতিহাসের একটি বিভাজনকে প্রত্নিধিত্ব করে, যা উভয়ই পরস্পরের সঙ্গে সমর্থন। ক্রুশ এই বিষয়টি প্রত্নিষ্ঠা করে যে, পূর্ববর্তী ইতিহাস—যার সূচনা ১৮৪০ সালে এবং সমাপ্তি ১৮৪৪ সালে—এবং পরবর্তী ইতিহাস, ১৮৬৩ পর্যন্ত, দুটি সমান্তরাল ইতিহাস, যা উভয়ই সীলমোহরকরণের সময়কালকে প্রত্নিধিত্ব করে।

প্রথম রথোটি ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত ফলিডলেফিয়ান অ্যাডভেন্টিস্টদের বজ্রিক উপস্থাপন করে, অন্য রথোটি ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত লাওদকীয় অ্যাডভেন্টিস্টদের ব্যর্থতাকে উপস্থাপন করে। উভয় শ্রেণিই দানয়িলে গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে, কারণ দানয়িলে, যিনি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময়ের বজ্রি জুঞ্জুনি কুমারীদের প্রত্নিধিত্ব করেন, তিনি দর্শনটি দেখেছিলেন, কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তারা দর্শন থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

প্রথম মাসেরে চব্বশিতম দিনে, যখন আমি মিহা নদীর তীরে ছিলাম, যার নাম হৃদিকেকে; তখন আমি চোখ তুলে তাকালাম, এবং দেখে, সূত্রি বসত্র পরহিতি এক ব্যক্তি, যার কোমর উফাজেরে খাঁটি সোনাষ বেষ্টিতি ছিল। তার দেহেও ছিল বরেলি পাথরের মতো, তার মুখ ছিল বদ্যুতেরে মতো, তার চোখ ছিল আগুনরে প্রদীপরে মতো, আর তার বাহু ও পদ ছিল পালশি করা পতিলরে রঙেরে মতো; আর তার কথার ধ্বনি ছিল বহুজনরে কণ্ঠধ্বনি ন্যায। আর আমি, দানয়িলে, একাই সেই দর্শন দেখলাম; কারণ যারা আমার সঙগে ছিল তারা সেই দর্শন দেখেনি; কনিতু তাদেরে ওপর মহা কম্পন নমে এল, ফলে তারা পালয়ি গয়ি নজিদেরে লুকাল। দানয়িলে ১০:৪-৭।

দানয়িলে গ্রন্থরে সপ্তম অধ্যায়ে, দানয়িলে শকারি জিন্তুর দর্শন দেখোর পরে, গাব্রয়িলে সেই দর্শনটা ব্যাখ্যা করত এলনে।

আমি, দানয়িলে, আমার দেহেরে মধ্যয়ে আমার আতমায ব্যথতি হলাম, এবং আমার মাথার দর্শনগুলা আমাকে বচিলতি করল। আমি পাশে দাঁড়য়ি থাকা লোকদেরে মধ্যয়ে একজনরে কাছে এগয়ি গেলোম, এবং তাকে এ সবরে সত্যতা জিজ্ঞাসা করলাম। তখন সে আমাকে বলল, এবং বিষয়গুলরি ব্যাখ্যা আমাকে জানাল। দানয়িলে ৭:১৫, ১৬।

দানয়িলে গ্রন্থরে অষ্টম অধ্যায়ে, দানয়িলে পবতিরস্থানরে পশুদেরে দর্শন দেখোর পর, সেই দর্শনরে ব্যাখ্যা করত গাব্রয়িলে এলনে।

আর এমন হল যে, আমি—আমিই দানয়িলে— যখন দর্শন দেখলাম এবং তার অর্থ খুঁজছিলাম, তখন দেখে, আমার সামনে মানুষরে রূপরে মতো একজন দাঁড়য়ি ছিল। আর আমি উলাই নদীর তীরদেবরে মধ্য থেকে একজন মানুষরে কণ্ঠ শুনলাম, যে ডেকে বলল, 'গাব্রয়িলে, এই মানুষটিকে দর্শনটা বুঝয়ি দাও।' দানয়িলে ৮:১৫, ১৬।

দানয়িলেরে নবম অধ্যায়ে, যরিময়িাহ যে বছরে সংখ্যা নিরদিষ্ট করছেলিনে এবং যা মোশরি লখোয় অভিশাপ ও ঈশ্বরেরে শপথ—উভয় রূপই বর্ণতি ছিল, তা দানয়িলে বুঝে নেওয়ার পর দর্শনরে ব্যাখ্যা দতি গাব্রয়িলে এলনে।

আর যখন আমি কথা বলছিলাম, প্রার্থনা করছিলাম, এবং আমার পাপ ও আমার জাতি ইস্রায়লেরে পাপ স্বীকার করছিলাম, এবং আমার ঈশ্বরেরে পবতির পর্বত সম্পর্কে প্রভু আমার ঈশ্বরেরে সামনে আমার বনিতি উপস্থাপন করছিলাম; হ্যাঁ, যখন আমি প্রার্থনায কথা বলছিলাম, তখনই সেই ব্যক্তি গাব্রয়িলে, যাকে আমি প্রথমে দর্শন দেখেছিলাম, দ্রুত উড়ে এসে, সন্ধ্যার নবৈদ্যরে সময়রে কাছাকাছি আমাকে স্পর্শ করল। এবং তিনি আমাকে জানালনে, আমার সঙগে কথা বললনে, এবং বললনে, হে দানয়িলে, আমি এখন তোমাকে জ্ঞান ও বোধ দতি বেরয়ি এসছে। দানয়িলে ৯:২০-২২।

সুতরাং, তিনি সাক্ষ্যরে ভিত্তিতে—যেগুলেই দানয়িলেরে গ্রন্থ থেকে—দশম অধ্যায়ে যখন গাব্রয়িলে দানয়িলেকে বলনে যে তিনি দানয়িলেকে বোঝাতে এসছেন, অন্তমি দিনগুলোতে ঈশ্বরেরে প্রজাদের উপর কী ঘটবে, তখন গাব্রয়িলে সেই স্ত্রীলিঙিগ 'মারাহ', অর্থাৎ কারণাত্মক দর্শনটিরই ব্যাখ্যা করছেন, যা দানয়িলে দেখেছেলিনে এবং যটেকে অনুষ্রণেরি লোকরে পালয়ি গয়িছেলি।

এখন আমি এসছে যাতে তুমি বুঝতে পারো, শেষে কালে তোমার জাতির উপর কী ঘটবে; কারণ এই দর্শনটা বহু দিনরে পররে জন্য। দানয়িলে ১০:১৪।

দানযিলে যে দর্শন দেখেছিলেন, যা বশ্বাসীদের মধ্যে বচ্ছদে সৃষ্টি করেছিল, তা ছিল খ্রিস্টের আবির্ভাবের দর্শন, তেইশশো বছরের দর্শন; কিন্তু সটেই ছিল সেই দর্শনের নারীত্বময় প্রকাশ। চুক্তরি দূত হিসেবে খ্রিস্টের আকস্মিক আবির্ভাবের দর্শনের যে উপলব্ধি, সটেই দানযিলেকে (এবং দানযিলের দ্বারা প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্তদের) খ্রিস্টের প্রতীকিত্বের রূপান্তরিত করেছিল। যে বস্তুটি "শেষ কালে ঈশ্বরের লোকদের ওপর যা ঘটবে", তা ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের মলিরাইটদের ইতিহাস দ্বারা, এবং ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ সালের মলিরাইটদের ইতিহাস দ্বারাও প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। এক শ্রুতিবিদ্রোহে দর্শন থেকে পালিয়ে যায়, আর অপর শ্রুতিবিশ্বাসের দ্বারা খ্রিস্টকে অনুসরণ করে অতপিত্বের স্থানে প্রবেশ করে, যাতে স্বর্গীয় স্থানে তাঁর সঙ্গী আসন গ্রহণ করতে পারে।

তবুও যখন গ্যাব্রিয়েলে সেই দর্শনের ব্যাখ্যা দেন যেখানে ঈশ্বরের শেষকালের জনগণ খ্রিস্টের স্বরূপে পরিবর্তিত হয়, তিনি পৃথিবীর বাহ্যিক ইতিহাস উপস্থাপন করেন। দানযিলের খ্রিস্ট-দর্শনকে গ্যাব্রিয়েলে ব্যাখ্যা করেছিলেন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সলিমোহর দেওয়ার সময়ের বাহ্যিক ইতিহাস হিসেবে। গ্যাব্রিয়েলের ব্যাখ্যায় যখন ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর ইতিহাসে পৌঁছানো হয়, তখন ষোড়শ পদে উল্লেখিত রববারের আইনের পূর্বে যে ইতিহাসটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, তা কেবল দশম পদে "দুর্গ" হিসেবে উপস্থাপিত বোঝার চাবিকাঠির মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ প্রত্যেকে দর্শনের প্রভাব চাকার ভিতর চাকা হিসেবে উন্মোচিত হতে শুরু করেছিল।

আর প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল, তিনি বিললনে, হে মানবপুত্র, ইস্রায়লের দেশে তোমাদের যে প্রবাদ আছে, তা কী, যা বলে, 'দনিগলো দীর্ঘায়তি হচ্ছে, আর প্রত্যেকে দর্শন ব্যর্থ হয়?' সুতরাং তাদের বল, প্রভু ঈশ্বর এ কথা বলেন: আমি এই প্রবাদটিকে নবিত্ব করব, এবং তারা আর ইস্রায়লে এটিকে প্রবাদরূপে ব্যবহার করবে না; বরং তাদের বল, দনিগলো নকিটে, এবং প্রত্যেকে দর্শনের পরিণামও। কারণ ইস্রায়লের গৃহের মধ্যে আর কোনও নবিত্বক দর্শন বা চাটুকারিতাপূর্ণ জাদুবদ্বিষা থাকবে না। কারণ আমি প্রভু: আমি কথা বলব, এবং আমি যে বাক্য বলব তা সদ্ধি হবে; তা আর বলিম্বতি হবে না: কনেনা তোমাদের দনিই, হে বিদ্রোহী গৃহ, আমি বাক্য বলব এবং তা কার্যকর করব, প্রভু ঈশ্বরের উক্তি। আবার প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল, তিনি বিললনে, হে মানবপুত্র, দেখে, ইস্রায়লের গৃহের লোকেরা বলে, 'সে যে দর্শন দেখে, তা বহু দিনের পরের জন্য, এবং সে দূর দিনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে।' অতএব তাদের বল, প্রভু ঈশ্বর এ কথা বলেন: আমার কোনও বাক্য আর বলিম্বতি হবে না; কিন্তু আমি যে বাক্য বলছি তা সম্পূর্ণ হবে, প্রভু ঈশ্বরের উক্তি। ইজকেয়িলে ১২:২১-২৮।

ঐ ইতিহাসে অন্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চাকার ভেতরে ঘুরতে থাকা সব ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চাকার মধ্যে, একটা চাকা আছে—প্ররোণা শেষকালের ভবিষ্যদ্বাণীর অধ্যতোদের জানিয়েছে যে সটেই সেই চাকা, যার দ্বারা তাদের চরিত্র পরিণতি নির্ধারিত হবে। পংক্তির পংক্তি, সেই চাকা অবশ্যই সেই দর্শনও, যা দানযিলে দেখেছিলেন এবং যা তাকে খ্রিস্টের প্রতীকিত্বের রূপান্তরিত করেছিল; কারণ সটেই সেই দর্শন, যা শেষকালে ঈশ্বরের লোকদের ওপর কী ঘটবে তা চিহ্নিত করে।

"প্রভু আমাকে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, অনুগ্রহের সময় সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই পশুর প্রতীমা গঠিত হবে; কারণ এটি ঈশ্বরের লোকদের জন্য সেই মহান পরীক্ষা হবে, যার দ্বারা তাদের অনন্ত গন্তব্য নির্ধারিত হবে। তোমার অবস্থান এমন অসামঞ্জস্যের জটিল জগাখিঁড়ি যে, অতীত অল্প কয়েকজনই প্রতারিত হবে।

“প্রকাশতি বাক্য ১৩ অধ্যায়ে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে; [প্রকাশতি বাক্য ১৩:১১-১৭, উদ্ধৃত]।

“এটাই সেই পরীক্ষা, যা ঈশ্বরকে লোকদের সলিমোহরপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে অতিক্রম করতে হবে। যারা তাঁর ব্যবস্থা পালন করে এবং জাল সাব্বাথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ঈশ্বরকে প্রত্যাচারে আনুগত্য প্রমাণ করেছে, তারা প্রভু ঈশ্বর যহি়োবার পতাকার অধীনে স্থান পাবে এবং জীবন্ত ঈশ্বরকে সলিমোহর লাভ করবে। আর যারা স্বর্গীয় উৎসরে সত্য ত্যাগ করে রববারের সাব্বাথ গ্রহণ করবে, তারা পশুর ছাপ গ্রহণ করবে।”  
Manuscript Releases, volume 15, 15.

যে পরীক্ষা পশুর প্রতীমার পরীক্ষা হিসেবে চিহ্নিত, তা দ্বিমুখী। এটি সেই পরীক্ষা, যা ভবিষ্যদ্বাণীর ছাত্রকে রববার-আইনকে পূর্ববর্তী যুক্তরাষ্ট্রের গরিজা ও রাষ্ট্রের সংযুক্তরূপে পশুর প্রতীমার বকিাশকে স্বীকার করতে বাধ্য করে। এটি সেই পরীক্ষাও, যা দানয়িলে দ্বারা প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে, অথবা যারা পলায়ন করতেন তাদের মধ্যে, হয় পশুর প্রতীমা, নয়তো খ্রিষ্টের প্রতীমা উৎপন্ন করে। এই বচিছেদে নরিভর করে এই বিষয়ে যে, সেই কুমারীগণ দানয়িলেরে ন্যায় “এই মহান দর্শন” দেখে কনি, অথবা তারা দর্শন থেকে পলায়ন করে কনি। মহান দর্শন দেখার মূল চাবিকাঠি “দুর্গ” শব্দটির দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে।

পরবর্তী নবিন্ধে আমরা এই অধ্যয়নটি অব্যাহত রাখব।

যোহনকে নরিদশে দিচ্ছেলিনে যে পরাক্রমশালী স্বর্গদূত, তিনি যীশু খ্রিষ্ট ছাড়া আর কউে নন। সমুদ্রের উপর তাঁর ডান পা এবং শুকনো ভূমির উপর তাঁর বাম পা স্থাপন করা, শয়তানের সঙ্গে মহাসংঘর্ষের শেষে পরবর্তীতে তিনি যে ভূমিকা পালন করতেন, তা প্রকাশ করে। এই অবস্থান সমগ্র পৃথিবীর উপর তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নরিদশে করে। এই সংঘর্ষ যুগে যুগে ক্রমশ আরও প্রবল ও দৃঢ়তর হয়েছে, এবং চলতে থাকবে, সেই সমাপনী দৃশ্য পর্যন্ত, যখন অন্ধকারের শক্তগিলোর দক্ষ কার্যকলাপ তাদের চূড়ায় পৌঁছাবে। শয়তান, দুষ্ট লোকদের সঙ্গে মলিতি হয়ে, সারা বশ্বিকে এবং যারা সত্যের প্রতিপ্রেমে গ্রহণ করে না এমন গরিজাগুলিকে প্রতারণা করবে। কনিতু সেই পরাক্রমশালী স্বর্গদূত মনোযোগ দাবি করেন। তিনি উচ্চ স্বরে ঘোষণা করেন। সত্যের বরিোধতি করতে শয়তানের সঙ্গে যারা এক হয়েছে, তাঁদের কাছে তিনি তাঁর কণ্ঠের শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রদর্শন করবেন।

এই সাতটি বিজুর যখন কথা বলল, তখন দানয়িলেরে ন্যায় কষুদ্র গ্রন্থ সম্বন্ধে যোহনের কাছে নরিদশে আসে: ‘সাতটি বিজুর যা বলতেন, তা সীলমোহর করে রাখো।’ এগুলো ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা তাদের নিজ নিজ ক্রমে প্রকাশিত হবে। দনিসমূহের শেষে দানয়িলে তাঁর নরিধারতি অংশে দাঁড়াবেন। যোহন দেখেন যে কষুদ্র গ্রন্থটি সীলমুক্ত হয়েছে। তখন পৃথিবীকে দেওয়ার জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় দানয়িলেরে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তাদের যথার্থ স্থান পায়। কষুদ্র গ্রন্থটির সীলমুক্ত হওয়াই ছিল সময়সংশ্লিষ্ট বার্তা।

দানয়িলে ও প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থদুটি এক। একটি ভবিষ্যদ্বাণী, অন্যটি প্রকাশ; একটি সলিমোহরতি গ্রন্থ, অন্যটি উন্মুক্ত গ্রন্থ। যোহন বজ্রধ্বনিসমূহ যে রহস্যসমূহ উচ্চারণ করেছিল, সেগুলো তিনি শুনছিলেন, কনিতু সেগুলো না লখোর আদর্শে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

“যোহনকে যে বিশিষে আলো দেওয়া হয়ছিল, যা সাত বজ্রধ্বনির মধ্যে ব্য়কৃত হয়ছিল, তা ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় স্বৰ্গদূতেরে বার্তাসমূহেরে অধীনে সংঘটিতব্য ঘটনাবলির একটি রূপরথো।” The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, 971.